শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৭৪. মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

কোন জ্ঞান ছাড়া মানুষকে দাও‘আত দেয়াই হচ্ছে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান।

ব্যাখ্যা: ইলম-জ্ঞান ছাড়া মানুষকে আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেয়া জাহিলী কর্ম। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা প্রমাণ, প্রজ্ঞা, সুন্দর উপদেশ ও উত্তম পন্থায় তর্কের মাধ্যমে তার পথে দা‘ওয়াত দিতে আদেশ দেন। ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা অর্থাৎ হক্কের বিরূদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা জাহিলী কর্ম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) [العنكبوت: 12]

আর কাফিররা মু’মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের পাপ বহন করতে পারব (সূরা আনকাবূত ২৯:১২)।

কাফিররা মানুষকে শিরকের দিকে আহবান করে, দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করণের দিকে আহবান করে, আর তারা এমন বিষয়াদির দিকে দা‘ওয়াত দেয়, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, সুতরাং তারাই ভ্রষ্ট দা‘ঈ।

আর হক্বপন্থী দা‘ঈ তারাই যারা আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান ও শরী‘আতের দিকে মানুষকে দা‘ওয়াত দেয়। বর্তমানে ভ্রষ্ট দা‘ঈ তারাই যারা মানুষকে শিরক, মাযার ও কবর পূজার দিকে আহবান করে; দীনের মধ্যে বিদ‘আতী কাজ ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ের দিকে দা‘ওয়াত দেয়, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাদের লিখনী, রচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে বিদ‘আত ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ই জাগ্রত হয়। তারা মন্দের বৈধতা, ফাসেকী ও অবাধ্যতার দিকে আহবান করে, এরূপ সকল দা‘ঈ ভ্রষ্ট।

আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব দা‘ঈ ও তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) [آل عمران:149]

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ফিরে যাবে (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৪৯)। তিনি আরোও বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ) [آل عمران :100]

হে মুমিনগণ, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে (সূরা আলে-ইমরান ৩:১০০)। তিনি আরো বলেন,

(أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ) [البقرة: 221]

তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দিকে আহবান করেন (সূরা

আল বাক্বারাহ ২:২২১)। তিনি আরো বলেন,

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [الأنعام:116]

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে (সূরা আল আন‘আম ৬:১১৬)।

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে ভ্রান্ত মতাদর্শের উপর কাফিররা মতভেদে লিপ্ত আছে। সর্বযুগে ও স্থানে তারা মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকেই আহবানে তৎপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً) [النساء: 89]

তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে (সূরা আন নিসা ৪:৮৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9048

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন